দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ .... 7 MAR 2009..
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ......

চা শিল্পাঞ্চলে ৪৭ শতাংশ শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত

॥ শ্রীমঙ্গল সংবাদদাতা ॥

দেশের চা শিল্প এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার পরিস্থিতি নৈরাশ্যজনক। শ্রম আইন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বিধিবিধান থাকা সত্ত্বেও চা শিল্পাঞ্চলে-এর বাস্তবায়নের গতি অত্যন্ত মন্থর। এর ফলে ৪৭ শতাংশের বেশি অর্থাৎ মোটা ২৭ হাজার শিশু শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশ চা বোর্ডের সাম্প্রতিক এক জরিপে জানা যায়, দেশের ১৩৭টি চা বাগানে ৫ হতে ১২ বছর বয়সী অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষাদানের উপযোগী শিশুর সংখ্যা ৫৭ হাজার ৭৩৯ জন। এদের মধ্যে প্রাইমারী স্কুলগুলোর বিভিন্ন শ্রেণীতে তালিকাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে ৩০ হাজার ৪৯৪ জন। বাকি ২৭ হাজার ২৪৫ জন শিশু বিদ্যালয়ের গণ্ডির বাইরে রয়ে গেছে।

১৩৭টি চা বাগানের প্রাথমিক শিক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কিত চা বোর্ডের জরিপে দেখা যায় এসব বাগানে সরকারি প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ১৯টি, নিবন্ধনভুক্ত ১১টি এবং বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত ৬৭৪টি। চা বাগানের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা ১৩২টি। চা শিল্পের জন্য প্রযোজ্য শ্রম আইনে ৪০ জন শিশুর জন্য ১ জন শিক্ষকসহ চা বাগানে প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের নিয়ম থাকলেও ৫৩টি চা বাগান রয়েছে যাদের নিজ ব্যবস্থাপনায় কোন প্রাইমারী স্কুল নেই। অপরদিকে জানা যায়, ৩০ হাজার ৪৯৪ জন শিশুর জন্য শিক্ষকের সংখ্যা ৩৮৪ জন অর্থাৎ প্রায় ৮০ জনের জন্য রয়েছেন একজন শিক্ষক।

৪০ জন শিশুর জন্য ১ জন শিক্ষকসহ চা বাগানে প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের নিয়ম থাকলেও ৫৩টি চা বাগান রয়েছে যাদের নিজ ব্যবস্থাপনায় কোন প্রাইমারী স্কুল নেই।

অভিযোগে জানা যায়, সরকারি ও নিবন্ধনভুক্ত স্কুল সংলগ্ন হাতে গোনা কয়েকটি ছাড়া বাকি স্কুলগুলোতে লেখাপড়ার মান অত্যন্ত নিম্ন। চা বাগানের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত স্কুলগুলোর ওপর শিক্ষাবিভাগের নজরদারী করার আইনগত কোন এখতিয়ার না থাকায় এসব স্কুল নামসর্বস্ব হয়ে টিকে রয়েছে। এ চিত্র পরিস্ফুট হয় যখন দেখা যায় প্রথম শ্রেণী হতে ক্রমান্বয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত তিন চতুর্থাংশ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে যায়। বিদ্যমান স্কুলগুলোর অবকাঠামোগত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও কম। মাত্র ৮১টি স্কুলে শৌচাগার আছে। ৮১টি স্কুলে পয়ঃনিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা নেই, ৮৯টি স্কুলে পানীয়জলের ব্যবস্থা নেই। ৪৯টি স্কুল রয়েছে যেখানে শিশুদের খেলাধুলার জন্য কোন উন্মুক্ত স্থান নেই।